২৯

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 OCT 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

23

মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহাসিক ভিত্তি

সাইয়েদ মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ

পূর্ব প্রকাশিতের পর

মহান খলিফা হারুনুর রশীদের বিদ্যোৎসাহী প্রধান উজীর মহাপ্রাণ "নিযামুল মূলক" সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষাকে উন্মুক্ত করার বাসনায় একটি পাঠ্যসূচী বা পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করেন। যা "দরসে নিযামী" নামে ইতিহাসে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে। উক্ত পাঠ্যক্রমের আলোকেই তৎকালে বাগদাদে অবস্থিত জামেয়া নিযামিয়া তথা নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী প্রণীত হতো। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বীনি-শিক্ষা ছাড়াও বৈষয়িক বিভিন্ন শিক্ষা বা বিদ্যার অনুষদ স্থাপন করা হয়েছিল। প্রথমে তথায় দ্বীনিয়াত বা ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে আদব বা সাহিত্য পাঠদানের মাধ্যমে যেভাবে শুরুতেই একজন ছাত্রকে মুবাল্লিগ বা ধর্ম প্রচারক হিসেবে গড়ে তোলা হতো, ঠিক সেভাবে একজন সাহিত্যিক হিসেবেও সে প্রতিষ্ঠা লাভ করতো। অতঃপর নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহের উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিভিন্ন অনুষদের মাধ্যমে ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। যেমন- ১. দারুল্লিসান বা ভাষা অনুষদ ঃ এ অনুষদে এলমুল আদব বা সাহিত্য বিদ্যা, এলমুছছরফ বা শব্দ গঠন বিদ্যা, এলমুননাহ বা বাক্য গঠন বিদ্যা, এলমুল বালাগাত বা ভাষা অলংকার বিদ্যা, এলমুল ফছাহাত বা ভাষা শুদ্ধিকরণ বিদ্যা, এলমুল কেরাআত বা পঠন শুদ্ধিকরণ বিদ্যা, এলমুল মুসিকী বা সুরব্যঞ্জন বিদ্যা। ২. দারুদ্ দ্বীনিয়াত বা ধর্ম অনুষদ ঃ এ অনুষদে তা-লীমুল ইসলামী বা ইসলাম প্রশিক্ষণ বিদ্যা, তা-লীমুল কুরআন বা কোরআন প্রশিক্ষণ বিদ্যা, তা-লীমুল তাফসীরুল কুরআন বা তফসীরে কোরআন প্রশিক্ষণ বিদ্যা, তা-লীমুল আছুলত্ তাফসীর বা তফসীর সম্পর্কীয় মূলনীতি প্রশিক্ষণ বিদ্যা, এলমুল হাদীছ বা হাদীছ শিক্ষা বিদ্যা, এলমুল অছুলুল হাদীছ বা হাদীছের মূলনীতি শিক্ষা বিদ্যা, এলমে আসমাউর রিজাল বা হাদীছ বর্ণনাকারীদের পরিচিতিজনিত বিদ্যা, এলমুত্তাওয়ারীখ বা ইতিহাস বিদ্যা, এলমুল ফিক্হ বা ইসলামী বিধান বিদ্যা, এলমে অছুলুল ফিক্হ বা ইসলামী বিধানের মূলনীতি বিদ্যা, এলমুল আকায়েদ বা ধর্মীয় বিশ্বাসী সম্পর্কীয় বিদ্যা, এল[illegible]ছুরুফ বা নফস (রিপু)-বিশোধন বিদ্যা, এলমুল কুয়াত বা বিচার বিদ্যা, এলমুল মুহকামাত বা প্রশাসন বিদ্যা

এছাড়াও বিভিন্ন অনুষদের মাধ্যমে এলমু[illegible]সিয়া-সিয়াত, সরকার ও রাজনীতি এলমুল মালীয়াত বা অর্থনীতি বিদ্যা, এলমুত্তিজারাত বা বাণিজ্য বিদ্যা, এলমুল তাবফাত ওয়া সানাআত বা শিল্প ও প্রযুক্তি বিদ্যা, এলমুল বাহারিয়াত বা সমুদ্র বিদ্যা, এলমুল মুবাদেলাত বা আমদানী-রফতানী বিদ্যা, এলমুল মুয়ামেলাত বা ব্যবহার বিদ্যা, এলমুল মানতিক বা যুক্তিবিদ্যা, এলমুল হেকমত বা প্রকৌশল বিদ্যা, এলমুল ফলাসেফা বা দর্শনবিদ্যা, এলমুননাফসিয়াত বা মনস্তাত্ত্বিক বিদ্যা, এলমুত্তাবইয়াত বা প্রকৃতি বিদ্যা, এলমুল মা-দ্দিয়াত বা পদার্থবিদ্যা, এলমুন নজমিয়া বা নক্ষত্রবিদ্যা, এলমুল ফলকিয়াত বা সৌরবিদ্যা, এলমুল আরদিয়াত বা মৃত্তিকা বিদ্যা, এলমুল খালা-য়াত বা মহাশূন্য বিদ্যা, এলমুল মা-বাদুত্তরাইয়াত বা প্রগতি বিদ্যা, এলমুল ইলাহীয়াত বা সৃষ্টিরহস্য বিদ্যা, এলমুল আখিরাত বা অবিনশ্বর বিদ্যা, এলমুল মা-আদানিয়াত বা খনিজবিদ্যা, এলমুল হাজারিয়াত বা জড় পদার্থবিদ্যা, এলমুন নাবাতাত বা উদ্ভিদ বিদ্যা, এলমুল হায়ওয়ানাত বা জীববিদ্যা, এলমুল জুগরাফিয়াত বা ভূগোল বিদ্যা, এলমুল হাইযেয়াত/ হিন্দাসা/ এরতেমে[illegible]/ উকলিদস/ মুজাসসাতী ইত্যাদি বা বিভিন্ন অংক বিদ্যা, এলমুল হায়াতিয়াত বা মহাকাশ বিদ্যা, এলমুত্তিব্ব বা স্বাস্থ্যবিদ্যা, এলমুল আদভিয়াত বা ঔষধি বিদ্যা, এলমুছছায়দালাত বা ঔষধ প্রস্তুত ও পরিবেশন বিদ্যা, এলমুত্তাশরীহ বা দেহ ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা, এলমুল মানাফে বা দেহক্রিয়া বিদ্যা, এলমুস্সমুমিয়াত বা বিষবিদ্যা, এলমুল কাবেলা বা ধাত্রিবিদ্যা, এলমুল বেলাদাত বা ভ্রুণ বিদ্যা, এলমুছছেহাত বা স্বাস্থ্য পরিচর্যাবিদ্যা, এলমুল জারাহাত বা শল্যবিদ্যা, এলমুল ফছলিয়াত বা আবহাওয়া বিদ্যা, এলমুল যাবাআত বা কৃষিবিদ্যা, এলমুল এযতেওয়াজিয়াত বা পারিবারিক বিদ্যা, এলমুল মুদাফয়াত বা প্রতিরক্ষা বিদ্যা, এলমুল মুয়ারাকাত বা যুদ্ধবিদ্যা, এলমুল আখলাকিয়াত বা চরিত্র গঠন বিদ্যা ইত্যাদি আরো নানা জানা-অজানা অনেক বিদ্যা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেয়া হতো।